কৃষিতে অপর্যাপ্ত বাজেট আত্মঘাতি: আত্মনির্ভরশীল-স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই কৃষি নিশ্চিত করতে কৃষিতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে

১. কৃষির অবদানের স্বীকৃতি আছে, নেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দিক নির্দেশনা

আগামী অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী দারিদ্র বিমোচন, জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির পিছনে চলতি বছরে কৃষির ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। অথচ দেশের কৃষক এই মুহূর্তে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছেন, যেসব বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ আগামী দিনে আমাদের কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে মারাত্মক হুমকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে সেই সব সমস্যা সমাধানে, সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কার্যকর দিক নির্দেশনা নেই বাজেট বক্তব্যে ।

কৃষির জন্য এই সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগের কথা তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রী, যেমন সারা দেশে প্রায় ৪৯৯টি উপজেলা কৃষি তথ্য অফিস,৭২৭টি কৃষক তথ্য পরামর্শ কেন্দ্র চালু কথা, কৃষি ঋণ বিতরণের প্রায় ৮৬% লক্ষ্য পূরণ করতে পারা, উন্নত মানের বীজ ও উপকরণ সরবরাহ, কৃষকের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা ইত্যাদি। এগুলো দেশের কৃষির জন্য অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ, কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের কৃষক যে সংকটগুলো মোকাবেলা করছেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে আগামীতে আমাদের কৃষক তথা কৃষিকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার এখনই সময়। এই মুহূর্তে কৃষির জন্য যে বিষয়গুলো বাজেটে বিবেচনা করা অতীব জরুরি ছিল, এরকম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো:

ক. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে: বাংলাদেশ প্রতি বছর মোট কৃষি জমির প্রায় ১% বা ১ লাখ হেক্টর জমি নানা কারণে হারাচ্ছে। বাণিজ্যিক বা উন্নয়নের নামে কৃষি জমি এভাবে হারিয়ে গেলে এক সময় কৃষি জমি পাওয়াই কঠিন হয়ে যাবে। কৃষি জমির অকৃষি খাতে ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে আইন প্রণয়ন ও তার কঠোর বাস্তবায়ন করা এখন সময়ের দাবি। প্রস্তাবিত বাজেটে এমন কোনও উদ্যোগের কথা নেই।

খ. কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন অত্যাবশ্যক: দেশের প্রায় ৫০জেলার ১৫০টি উপজেলার মানুষ নদী ভাঙ্গনের শিকার হয় প্রতি বছর। প্রায় ১০ লাখ মানুষ প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনের ফলে বসতবাড়ি, কৃষি জমি ইত্যাদি হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। নদী ভাঙ্গনের করাল গ্রাসে প্রতিবছর এই মানুষগুলোর একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় যোগ দিচ্ছে। বাজেটে উপকূলের বাঁধ সংস্কার, নতুন বাঁধ নির্মাণসহ এ খাতে বিশেষ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন ছিল। সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু প্রচুর কৃষি জমি ও গবাদি পশু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপকূলের কৃষক ও জেলে। এ অবস্থার অবসানে উপকূলীয় এলাকায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের কোনও বিকল্প নেই। আগামী অর্থ বছরে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ বা এ সংক্রান্ত সমস্যা সামাধানে বাজেট বরাদ্দ হতাশাজনক।

গ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রয়োজন: বাজেট বক্তৃতার এক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের কৃষি ব্যবস্থার অভিযোজনের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে কৃষিকে বাঁচাতে কী উদ্যোগ নেওয়া

জিডিপিতে কৃষির অবদান কমছে: কমছে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণও : অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান কমে যাওয়া হয়ত দোষের কিছু নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি কৃষি প্রধান দেশে, এখনও যে খাতটিতে মোট শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক অংশ জড়িত, ক্রমর্বধমান হারে জিডিপিতে তার অবদান কমে যাওয়া দুশ্চিন্তার বিষয় বৈকি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মোট জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল (শুধু শস্য এবং শাক সবজি) ১০.৮৮%, সেটা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৮.৩২%। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সার্বিক কৃষির প্রবৃদ্ধিও কমে গেছে ০.৫০%। অন্যদিকে নানা কারণে কৃষিতে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ কমছে। ২০১০ সালের লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৩০% কৃষিতে নিয়োজিত ছিল ২০১৩ সালে সেটা হয় ৪৫.১০%। এই তথ্য কৃষিতে মানুষের অংশগ্রহণে অনাগ্রহ তৈরির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশ করে। কৃষি প্রধান একটি রাষ্ট্রের জাতীয় বাজেটে এই বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

হবে তার সুনির্দিষ্ট কৌশল থাকা উচিৎ জাতীয় বাজেটে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘন ঘন ঝড়, লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, আকস্মিক বন্যা এবং এর ফলে জলবাধ্যতা, প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের স্বাভাবিক চাষাবাদ ব্যহত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। কৃষককে এই পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে হবে। এই জন্য কৃষককে প্রশিক্ষণ, উপকরণগত সহায়তার জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকতে হবে কৃষিতে।

ঘ. শুধু উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ নয়, গুরুত্ব দিতে হবে উন্নত মানের দেশীয় বীজের উপর: প্রয়োজন বীজ সার্বভৌমত্ব: খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম শর্ত হলো বীজের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব অর্জন। বাজেটে অর্থমন্ত্রী উচ্চ ফলনশীল বীজের গুরত্বের কথা বলেছেন। উচ্চ ফলনের নামে আমাদের কৃষিতে বেশ কিছু বিতর্কিত প্রযুক্তি ঢুকে পড়েছে। উন্নত মানের বীজ বলতে যদি বোঝানো হয় উন্নত মানের দেশীয় বীজ, অথবা সরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত বিদেশি বীজ, তাহলে সেটা কৃষির জন্য ভাল। বিএডিসিকে এ দায়িত্ব দিতে হবে। উন্নত মানের বীজ সরবরাহের নামে এ খাতটি বেসরকারি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া হলে তা হবে আত্মঘাতী। কারণ, তা শুধু বীজের মূল্যই বাড়াবে না, দেশের পুরো কৃষি ব্যবস্থাকে জিম্মি করে ঐ কোম্পানিগুলোকে মুনাফা লুটে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে। বীজ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় বীজের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে বিএডিসি'র মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

৩. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের উদ্যোগ নেই: ন্যায্যমূল্য কমিশন গঠন অত্যাবশ্যক:

গত বছরের মতো এই বছরেও বছর জুড়ে অলোচনায় ছিল কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্যের বিষয়টি। ন্যায্যমূল্য না পেয়ে কৃষক তার পণ্য রাস্তায় ঢেলে দিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ করেছেন। সম্প্রতি গরুর মাংসের দাম বাড়ায় এক মণ ধান দিয়েও এক কেজি গরুর মাংস কেনা প্রায় কঠিন হয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানের কৃষকের জন্য। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবার একমণ ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয়েছে প্রায় ৬০০-৮০০ টাকা, সেখানে কৃষক এর জন্য দাম পাচ্ছেন ৩০০-৫০০ টাকা। ফলে ধান উৎপাদনে অন্তত কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ধান আমাদের প্রধান খাদ্য শস্য, এটি উৎপাদনে কৃষক হতাশ হয়ে গেলে এটি আমাদের পুরো খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে হুমকির মধ্যে ফেলে দেবে। এ পরিস্থিতির অবসানে প্রস্তাবিত বাজেটে কোনও কিছুই আমরা দেখতে পাই না। এমনকি আগামী অর্থ বছরের জন্য কৃষি খাতে সরকার যে ১৪টি বিশেষ কার্যক্রম বা প্রকল্প বাস্তবায়নের তালিকা করেছে সেখানে ন্যায্যমূল্যের বিষয়টি আছে ১৩ নম্বরে!

সম্প্রতি কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার নিয়ম চালু হলেও অনেক জায়গায় কৃষক তার সুফল পাচ্ছেন না বলেই পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে। চাল আমদানিতে শুল্ক বাড়ানোর সুফল কৃষক পাবে বলে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এটাই পর্যাপ্ত নয়,আমরা মনে করি, কৃষক বাঁচাতে এবং কৃষি প্যণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে "জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন" গঠন করতে হবে। এই মূল্য কমিশন কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে কাজ করবে এবং সরকারি ও বেসরকারি কৃষি পণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনবে।

৪. এবারও আনুপাতিক হারে কৃষির জন্য বরাদ্দ কমেছে: মোট বাজেটের অন্তত ২০% কৃষির জন্য বরাদ্দ করতে হবে

আগামী অর্থ বছরের জন্য বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ১৩,৬৭৫ কোটি টাকা, যা টাকার অঙ্কে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৫৩৬ কোটি টাকা বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় ২৯%, অথচ কৃষির জন্য বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ১৮.৫৪%। গত অর্থবছরে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৪.২১%, অথচ আগামী অর্থ বছরের জন্য এখাতে বরাদ্দ মাত্র ৪.০১%। মোট বাজেটের আকার বাড়লেও কৃষির জন্য বরাদ্দ কমে গেছে ০.১৯%। গত পাঁচ বছরে এবারই কৃষি বাজেটের আকারের আনুপাতিক হারে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পেল। ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মোট বাজেট বৃদ্ধির হারের বিপরীতে কৃষির জন্য বরাদ্দের হার নিম্নের ছকে দেখানো হলো-

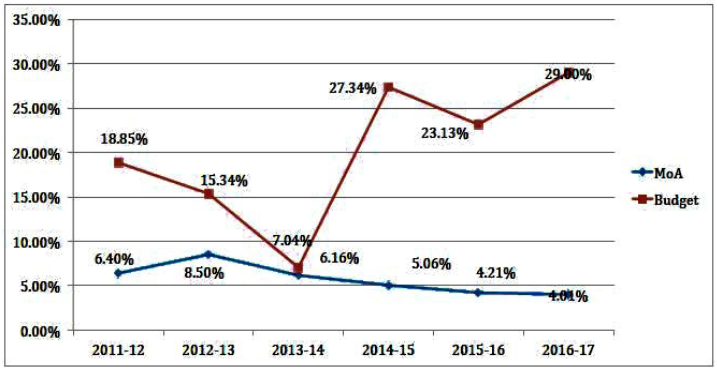

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে টাকার অংকে বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা বাড়লেও, মোট বরাদ্দের আনুপাতিক হার কমে গেছে । বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বরাদ্দের ১.৭% বরাদ্দ আছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য, গত অর্থ বছরেও এই বরাদ্দ ছিল ২%। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৩.১০% বরাদ্দ ছিল কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য। সেটা কমতে কমতে এখন ১.৯%-

এ দাঁড়িয়েছে। নিচের চিত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কৃষির জন্য বরাদ্দে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা দেখানো হলো:

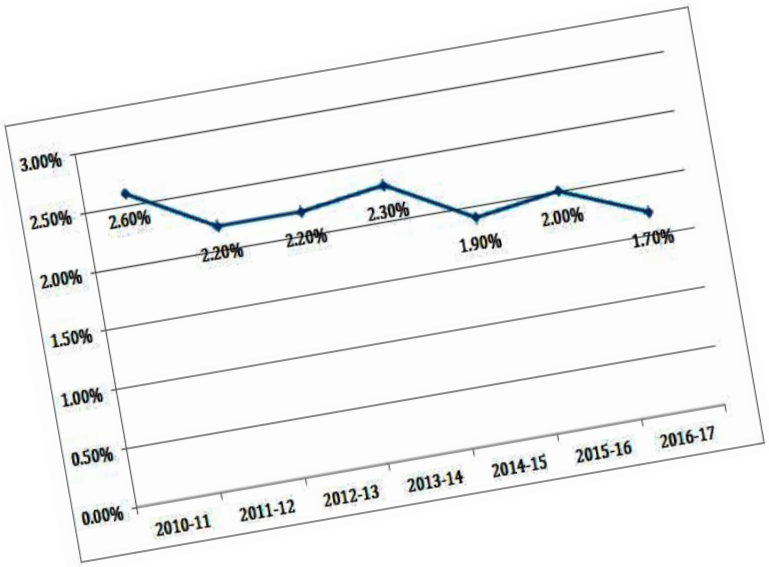

৫. অপ্রতুল ভর্তুকি, গত বছর তাও ব্য বহার করা হয়নি: বাড়েনি এক টাকাও: মূল্যস্ফীতির কারণে ভর্তুকি আসলে কমেছে

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃষিতে ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তু-কি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হলেও সংশোধিত বাজেটে তা ৭০০০কোটি করা হয়েছে। ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার সময়ই ভর্তুকির পরিমাণ বাড়ানোর দাবি উঠেছিল। কারণ, দেশের কৃষির জন্য এই বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল না। অথচ দেখা গেল বরাদ্দ প্রকৃত পক্ষে আরও কমিয়ে ফেলা হলো। বাজেটের আকার বেড়েছে, টাকার অঙ্কে বেড়েছে কৃষির জন্য বরাদ্দও। কিন্তু ভর্তুকি রাখা হয়েছে সেই ৯০০০ কোটি টাকাই। সাম্প্রতিক ঘুর্ণিঝড় ও নানা কারণে কৃষক যে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে তারা যে দুর্দশায় পড়েছেন, তা থেকে তাঁদেরকে মুক্ত করার জন্য ভর্তুকির পরিমাণ বাড়ানোটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, কৃষককে ১ টাকা ভুর্তুকি দিলে কৃষক ১৫ টাকা ফেরত দিতে পারেন।

৬. আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবি সমূহ

বর্তমান সরকার নিজেকে কৃষি বান্ধব সরকার হিসেবে দাবি করে থাকে। বাজেট বক্তব্যেও অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, সরকারের ইতিবাচক নানা উদ্যোগের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে দেশ বাঁচাতে, কৃষিকে বাঁচাতে এ খাতে বরাদ্দ অপর্যাপ্ত বলেই আমরা মনে করি। কৃষির জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। বাজেটকে কৃষি বান্ধব করার জন্য আমরা নিম্নোক্ত দাবিগুলো পেশ করছি:

১. বাজেটের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

২. বাজেটে কৃষির জন্য ভর্তুকি বাড়াতে হবে, ভুর্তুকির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

৩. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে মূল্য কমিশন গঠন করতে হবে

৪. ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ, বিটি বেগুন, গোল্ডেন রাইসসহ বিতর্কিত জিএমও কৃষি প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে

৫. পাটের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে

৬. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

৭. কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গান প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ:

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর পোভার্টি ইরাডিকেশন (এসএএপিই) ও এমটিসিপি-২ বাংলাদেশ

যোগাযোগ:

১. মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.net,
২.মো. মজিবুল হক মনির, , মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, ইমেইল: munir@coastbd.net

সচিবালয়: কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩, ই মেইল: info@coastbd.net, ওয়েব: www.coastbd.net